দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 DEC 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 8

031

প্রথম থেকে তৃতীয় অবিভক্ত শ্রেণী হিসেবে গণ্য হবে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

প্রথম শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্ররা আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা ছাড়া মসৃণভাবে উত্তীর্ণ হবে। কেউ ফেল করবে না। এ তিনটি শ্রেণীকে অবিভক্ত শ্রেণী হিসেবে গণ্য করা হবে।

মূলত: প্রাথমিক শিক্ষা থেকে দলছুটদের সংখ্যা হ্রাসের লক্ষ্যে সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

সরকার স্কুল-কলেজের জন্য ছুটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সরকার মাধ্যমিক স্কুল-কলেজ ও ডিগ্রী কলেজগুলোর ১৯৮৭ সালের ছুটির দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সরকার কর্তৃক ছুটি নির্ধারণ এই প্রথম।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তরের গত ৬ই ডিসেম্বরের সার্কুলারে বলা হয়েছে, স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোতে '৮৭র জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই ক্লাস শুরু করতে হবে। আগামী বছর স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোতে সাপ্তাহিক ছুটি বাদে ৮৫ দিন ছুটি থাকবে। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক তার ইচ্ছেয় ১ দিন ছুটি দিতে পারবেন। এসব শিক্ষালয়ে প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা ৬-১৪ই এপ্রিল, দ্বিতীয় পর্যায়ের ও এসএসসি প্রি-টেষ্ট হবে ২৩-৩০শে জুলাই, এসএসসি টেষ্ট ২৫শে নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর এবং

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

সরাসরি অভিযোগ ও সুপারিশ গ্রহণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সমন্বয় ও তদারকি সেল খোলা হচ্ছে : শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান বলেছেন, শিক্ষা প্রশাসনকে গণমুখী, গতিশীল ও সেবামূলক করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে অবিলম্বে সমন্বয় ও তদারকি সেল খোলা হবে। তিনি বলেন, সেলে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মহল ও জনগণের কাছ থেকে সরাসরি অভিযোগ ও সুপারিশ করার ব্যবস্থা থাকবে।

তিনি গতকাল সরকারী তিতুমীর কলেজ ছাত্র-শিক্ষকদের এক সমাবেশে ভাষণদনকালে একথা করেন। শিক্ষা উপমন্ত্রী গোলাম সারোয়ারও এ সমাবেশে ভাষণ দেন।

প্রথম থেকে তৃতীয়

(১ম পাতার পর)

বলে শিক্ষা সচিব কাজি আজহার আলি গতকাল বুধবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য প্রকাশ করেন। এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে।

তিনি বলেন, দারিদ্র্য, পরীক্ষায় ফেল করা লেখাপড়ায় অনাগ্রহ ইত্যাদি কারণে অনেক ছাত্রই প্রথম শ্রেণী বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। অন্যদিকে স্কুলে খাপ খাইয়ে নিতেও সময় লাগে। এসব ভেবে চিন্তে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, প্রথম শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা হবে না। ছাত্ররা উৎরে যাবে।

উল্লেখ্য, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ৭০ ভাগ শিশু এবং মাধ্যমিক স্তরে ৪০ ভাগেরও বেশী শিক্ষার্থী পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। মূলতঃ আর্থ-সামাজিক কারণেই প্রাথমিক স্তরে শিশুরা লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। অতএব এ সিদ্ধান্তে কি আসলেই দলছুটদের সংখ্যা কমবে? প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার মান নেমে যাবে না? এসব প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেন, এ সিদ্ধান্ত দল ছুটদের সংখ্যা কমাবে। এ পদ্ধতিতে মান হ্রাস পাবে না। আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা না হলেও শিক্ষক প্রতিদিন প্রতি পাঠে শিশুর মূল্যায়ন করবেন। এরূপ ধারাবাহিক মূল্যায়নের লিখিত রেকর্ড রাখা হবে।

স্কুল-কলেজের ছুটি নির্ধারণ

(১ম পাতার পর)

বার্ষিক পরীক্ষা ২-১০ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

গতকাল বুধবার দেয়া পরিদপ্তরের আরেক সার্কুলারে বলা হয়েছে, কলেজগুলোতে '৮৭ সালে ৯৫ দিন ছুটি থাকবে। ক্লাসে ছাত্রদের উপস্থিতির হার ৭৫ শতাংশ রাখার নিয়ম কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

এ ব্যাপারে শিক্ষা সচিব জানিয়েছেন, ছাত্রদের পড়াশোনা এবং সঠিকভাবে ক্লাস অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কলেজে আগে ছুটির দিন ছিল ১১৫ দিন। ছুটির এই পঞ্জিকা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। অনুসরণ না করলে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে, সরকারী কর্মকর্তা বা অতিথিদের সমাবেশ, আগমন ইত্যাদি উপলক্ষে ছাত্রদের ক্লাস থেকে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কী করা হবে—এসব প্রশ্নের উত্তরে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পরিদপ্তরের মহা-পরিচালক ডঃ মীযানুল করিম বলেন, অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। অন্যদিকে ছাত্রদের নিয়ে যাওয়া বেআইনী।

শিক্ষামন্ত্রী

(১ম পাতার পর)

কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ ওসমান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের মহা-পরিচালক ডঃ জহিরুল ইসলাম ভুঁইয়া ও ছাত্রনেতা সিরাজউদ্দিন আহমেদ। খবর তথ্য বিবরণীর।